Ittefaq, 23 July 2023, P-16/2

নদীভাঙনে বছরে বাস্তুচ্যুত ২৫ হাজার মানুষ

শহরের ওপর চাপ বাড়ছে

মোরশেদা ইয়াসমিন পিউ

শহরে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনে এই সংখ্যা বাড়ছে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা। নদীভাঙনে দেশে প্রতি বছর বিলীন হচ্ছে ৩ হাজার ২০০ হেক্টরের বেশি জমি। এর সঙ্গে প্রতি বছর বাস্তুচ্যুত হচ্ছে ২৫ হাজার মানুষ। তারা জমি, ভিটেমাটি হারিয়ে অসহায় জীবনযাপন করছে বিভিন্ন শহরে। তাদেরই একজন সুফিয়া বেগম। বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। থাকেন আগারগাঁও ফুটপাতের ঝুপড়ি ঘরে। ঢাকা শহরে এসেছেন পাঁচ বছর আগে। সংসারে দুই মেয়ে, এক ছেলে ও স্বামীসহ তার সংসার। বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন, ভালো থাকার আশায়, সংসারের একটি খাবার মুখ কমানোর জন্য। কিন্তু মেয়ের জামাই কি এক ঝামেলায় জড়িয়ে বর্তমানে জেলে। মেয়ে আবার ফিরে এসেছে সুফিয়া বেগমের সংসারে, সঙ্গে তার দুই বছরের কন্যা সন্তানও। সুফিয়া বেগম বলেন, একসময় গেরস্ত ঘর ছিল, জমি ছিল, গরু ছিল—সব নদীভাঙনে তলায় গেছে...।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নদীভাঙন তীব্র হচ্ছে। অকালবৃষ্টি ও বন্যা, নদীর দিক পরিবর্তন এবং সুরক্ষা বাঁধ না থাকায় ক্ষয়ক্ষতি বাড়ছে। বাস্তুহারা মানুষ কোথায় ঠাঁই পাবে, তাদের ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে—তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। নদীতে বিলীন হওয়া স্থানে আবার চর জাগলেও শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গের দখল ও আইনি জটিলতায় সে জমি ফিরে পান না প্রকৃত মালিকরা। সিকস্তি-পয়স্তি আইন অনুযায়ী, ৩০ বছরের মধ্যে নদীতে ভেঙে যাওয়া জমি জেগে উঠলে সে জমি প্রকৃত মালিক ফেরত পাবে। কিন্তু জমি ফিরে পেতে গেলে মামলা-হামলা, দখল-পালটা দখল এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। গত কয়েক দশকের ব্যবধানে দেশে নদীভাঙন কিছুটা কমে আসছে। ১৯৯০ সালের দিকে দেশে নদীভাঙনে বিলীন হয় প্রায় ১০ হাজার হেক্টর, যা এখন ২-৩ হাজার হেক্টরে নেমে এসেছে। গত চার-পাঁচ বছর ধরেই এই ভাঙন কমছে। মূলত যমুনা নদীর পাড় ঘিরে বাঁধ তৈরির কারণে এই সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। ২০২১ সালে দেশের প্রায় ৩ হাজার হেক্টর জমি নদীতে বিলীন হয়।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের 'ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

নদীভাঙনে বছরে

Ittefaq, P-16/2
23 July 2023

১৬ পৃষ্ঠার পর

প্ল্যান অব বাংলাদেশ (২০২৩-২০৫০)' প্রতিবেদনের তথ্য মতে, দেশে ১৯৭৩ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রধান দুই নদী পদ্মা-যমুনার ভাঙনে বিলীন হয়েছে ১ লাখ ৫৭ হাজার ৮৫০ হেক্টর জমি। এর মধ্যে যমুনায় বিলীন হয়েছে ৯৩ হাজার ৯৬৫ হেক্টর, আর পদ্মায় ৬৩ হাজার ৫৫৮ হেক্টর। গড়ে প্রতি বছর ৩ হাজার ২০০ হেক্টরের বেশি জমি বিলীন হচ্ছে। নদীভাঙনে বিলীন হচ্ছে কৃষিজমি, বসতবাড়ি, রাস্তা, বাঁধ ও অবকাঠামো।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) দুর্যোগবিষয়ক পরিসংখ্যান (বিডিআরএস) বলছে, '২০২১ : ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ন্যাচারাল ডিজাস্টার পারসপেকটিভ' শীর্ষক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, দেশে নদী ও উপকূলের ভাঙনে ক্ষতির শিকার হওয়া পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। এ ছাড়া নদী ও উপকূলের ভাঙনে ২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৬ বছরে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ২৬ হাজার ৮৭০ কোটি টাকা।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার এমপি বলেন, দেশের সকলকে সম্মিলিতভাবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কাজ করতে হবে। আর এ জন্য নিজ নিজ জায়গা থেকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বেড়ে গেছে সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, তাপদাহ, কুয়াশা, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন—বাপার যুগ্ম সম্পাদক মিহির বিশ্বাস বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, সিলেটসহ দেশের সব ছোট-বড় শহরেই এই বাস্তুচ্যুত দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। গ্রামের চেয়ে নগরে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও চাপ বেড়েছে এবং নগরে সম্পদের ব্যবহার, আবাসন, স্বাস্থ্য খাত, খাদ্য নিরাপত্তা ও সীমাবদ্ধ কর্মক্ষেত্রের ওপরও চাপ তৈরি হচ্ছে।

পর্যটন হোক অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি

এ এইচ এম ফিরোজ আলী

মানুষ জন্মগতভাবে সৌন্দর্যপিয়াসী। সৃষ্টির অপূর্ব সৌন্দর্য দেখা ও জানার নেশায় মানুষ ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তর। সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন, জ্ঞানার্জন ও বিনোদনের সর্বোত্তম একটি উপকরণ পর্যটন। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই পর্যটনের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের অনেক জ্ঞান অর্জন করা যায়। এ কারণে ইতিহাস বা জ্ঞান-বিজ্ঞানে বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে পর্যটনের অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

পর্যটন বিশ্বে একটি বিকাশমান শিল্প। অনেক দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড পর্যটন। ইন্দোনেশিয়া ও মেক্সিকো মোট আয়ের ৭০ শতাংশ, তাইওয়ান, হংকং, ফিলিপাইনে ৫০ শতাংশ এবং মালদ্বীপের অর্থনীতির পুরো আয়ের উৎস পর্যটন। বাংলাদেশ পর্যটনে অপার সম্ভাবনাময় একটি দেশ হলেও নানা জটিলতা ও বাধার কারণে এই শিল্পের অগ্রগতি হচ্ছে না। এ দেশের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া পর্যটকদের ভ্রমণের জন্য খুবই সহায়ক। নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মাস মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ানো যায়। শুধু তাই নয়, বর্ষাকালে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবনের পাহাড়ি অঞ্চলের প্রকৃতির বদলানো রূপ দেখতে বিদেশিদের আগ্রহ বেশি। যুগ যুগ ধরে দেশটির প্রকৃতি হাতছানি দিয়েছে ভ্রমণবিলাসীদের। বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা, মার্কোপোলো, ফাহিয়েন, হিউয়েন সাং এই সোনার বাংলার মানুষ ও প্রকৃতির রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সপ্তম শতকের চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এ দেশ ভ্রমণ করে মন্তব্য করেছিলেন, 'A Sleeping Beauty Emerging from mists and water'।

একসময় এ দেশের যোগাযোগব্যবস্থা ছিল খুবই কঠিন। তখন পর্যটন নিয়ে মানুষের কোনো মাথাব্যথাও ছিল না। গত দুই যুগে সড়কপথের ব্যাপক উন্নতি হওয়ায় ছয় থেকে আট ঘণ্টা সময়ের মধ্যে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের পর্যটন স্পটে আসা-যাওয়া করা যায়। ১৯৭২ সালের ২৭ নভেম্বর মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১৪৩ নম্বর আদেশবলে পর্যটনশিল্পকে প্রতিষ্ঠানিক ঘোষণা করা হলে ১৯৭৩ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে পর্যটন করপোরেশন জন্মলাভ করে। সে সময় পর্যটন করপোরেশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল 'মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী বাংলাদেশের পরিচিতি, নয়নাভিরাম সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ এ দেশের প্রাকৃতিক রূপ বিদেশে তুলে ধরে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মস্থানের সৃষ্টি করা'। বিষয়টি মাথায় রেখেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুলনা ও কক্সবাজারের উন্নয়নে ৩ লাখ কোটির অধিক টাকা দিয়ে ২৫টি মেগা প্রকল্পসহ ৭৭টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ায় সেই অঞ্চলের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ব্লু ইকোনমি বা নীল সমুদ্রবিপ্লব পর্যটনশিল্পকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

পর্যটনশিল্পকে সিঙ্গাপুর, মালেশিয়া, থাইল্যান্ডের মতো গড়ে তুলতে ন্যাশনাল ট্যুরিজম কাউন্সিল মাস্টার প্ল্যান (টিএমসি) ৫, ১০ ও ২০ বছর দীর্ঘমেয়াদি বহুমাত্রিক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা ঘেঁষে সিঙ্গাপুর থেকে বিলাসবহুল রিভার ক্রুজ মিয়ানমার হয়ে ভারতের কুচি গোঁয়া হয়ে দুবাইয়ে যাতায়াত করছে। ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক রিভার ক্রুজ রোডে যোগ দেয় বাংলাদেশ। এই পথে বিলাসবহুল রিভার ক্রুজে ৩-৪ হাজার করে যাত্রী চলাচল করছে। এজন্য প্রচারণার পাশাপাশি পর্যটন এলাকার পরিবেশ শান্ত, শৃঙ্খল, সুন্দর ও আকর্ষণীয় রেখে বিদেশে বাংলাদেশের ইমেজ বাড়াতে কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্যুরিজম কোর্স চালু করা হয়েছে। কিন্তু ফলাফল এখন পর্যন্ত ইতিবাচক নয়।

২০১০ সালে বাংলাদেশের বনভূমির সৌন্দর্য সংরক্ষণ আইন গঠন করা হলে দখলদারের কারণে এ দেশের অপরূপ সৌন্দর্য বন রক্ষা করা যাচ্ছে না।

দেশে পর্যটনশিল্পের প্রচার হলেও প্রসার ঘটেনি। এই শিল্পের ব্যবস্থাপনার দৈন্যদশা দেখে বিদেশিরা একবার এলে দ্বিতীয় বার আর আসতে চান না। প্রতি শীত মৌসুমে তরুণ-তরুণীরা দল বেঁধে বিখ্যাত পর্যটন স্পটে ভিড় জমান। পর্যটন এলাকার হোটেল, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্টে থাকা-খাওয়ার খরচ অনেক গুণ বেশি, নিরাপত্তার অভাব, কোনো কোনো স্থানে ছিনতাই, অস্বস্তি, যানবাহনের অভাব বা অধিক ভাড়াসহ নানা কারণের কারণে নিরাপদে চলাফেরা করতে পারেন না পর্যটকেরা। এজন্য দেশের অনেক লোক লাখ লাখ টাকা খরচ করে বিদেশ ভ্রমণ করছেন। এ কথা সত্য, বাংলাদেশের পর্যটনের দর্শনীয় স্থানগুলো সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে অনেকাংশে অসচেতন পর্যটকেরা প্লাস্টিকের বোতল, পলিথিন, অবশিষ্ট খাবারের অংশ, ধূমপানসহ নানা ময়লা-আবর্জনা ফেলে পর্যটন স্পটকে অপরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধময় করে তোলে। এ ধরনের পর্যটকদের সচেতন হওয়া এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে কাজ করতে হবে পর্যটন মন্ত্রণালয়কে। সর্বাবস্থায় পর্যটনশিল্পের সব অব্যবস্থাপনা ও দুর্বলতা দূর করতে পারলে একমাত্র পর্যটনশিল্প থেকে কোটি কোটি টাকা আয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা বদলে যাবে।

দেশের খ্যাতনাম পর্যটনকেন্দ্রগুলো হচ্ছে— কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত, টেকনাফ মাথিনের প্রেক্ষাপট, সেন্টমার্টিন প্রবালদ্বীপ, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, মহেশখালী, বাঁশখালী, হিমছড়ি, সোনাদিয়া, কুয়াকাটা, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কাপ্তাই হ্রদ, সিলেটের জাফলং, সাদা পাথর, বিছনাকান্দি, শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)-এর মাজার শরিফ, আলোরকল, রাতারগুল জলাশয়, মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত, গোয়াইনঘাট লালাখান প্রাকৃতিক জলপ্রপাত, কমলগঞ্জ হামহাম জলপ্রপাত, কমলগঞ্জ লাউয়াছড়া, হবিগঞ্জ সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, জৈন্তাপুর রাজবাড়ি, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল ও দোয়ারাবাজারের খাসিয়া সীমান্তে বৈধ্যভূমি, সিলেট, চট্টগ্রাম ও শ্রীমঙ্গলের চা-বাগানসহ পাহাড়ি অঞ্চল, বাগেরহাটের সাতগম্বুজ মসজিদ, সোনারগাঁওয়ে ইশা খাঁর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ, কিশোরগঞ্জের এগারসিন্দুর, নাটোরের রাজবাড়ি, বগুড়ার মহাস্থানগড়, দিনাজপুরের রামসাগর, কান্তজিউর মন্দির, শিলাইদহের কুঠিবাড়ি, কুমিল্লার লালমাই পাহাড়, ময়নামতি, প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন, জয়দেবপুরের ভাওয়াল রাজবাড়ি, যশোরের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাগরদাড়ি গ্রাম, ঢাকার লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল, বলদা গার্ডেন, টাঙ্গুয়ার হাওরসহ অসংখ্য আকর্ষণীয় পর্যটন স্থান রয়েছে।

পর্যটনশিল্প অনেক উন্নয়নশীল দেশের জন্য 'লাইফ ব্লাড' হিসেবে কাজ করে। এসব দেশে পর্যটন অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থা মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। পর্যটনের মাধ্যমে মানুষ একে অপরকে, এক দেশ অপর দেশকে জানে। দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান করা যায়। অধিকন্তু পর্যটন কর্মকাণ্ড মানুষের জন্য

দেশে পর্যটনশিল্পের প্রচার হলেও প্রসার ঘটেনি। এই শিল্পের ব্যবস্থাপনার দৈন্যদশা দেখে বিদেশিরা একবার এলে দ্বিতীয় বার আর আসতে চান না। প্রতি শীত মৌসুমে তরুণ-তরুণীরা দল বেঁধে বিখ্যাত পর্যটন স্পটে ভিড় জমান। পর্যটন এলাকার হোটেল, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্টে থাকা-খাওয়ার খরচ অনেক গুণ বেশি

ittefaqeditorial@gmail.com

P-3, 3 August 2023 Ittefaq

আমরা কেন বারবার থার্ড ডিভিশন পাই?

ইকোনমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিট সম্প্রতি বসবাসের জন্য বিশ্বের সেরা শহরের একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে, করোনা মহামারির স্থবিরতার পর বিশ্বের অনেক শহরে জীবনযাত্রার মান আবারও উন্নত হইতে শুরু করিয়াছে। অনেক শহরে সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান গত ১৫ বৎসরের তুলনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছে। আর্থসামাজিক স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও পরিবেশ, শিক্ষা এবং অবকাঠামোসহ নানা বিষয়কে সূচক ধরিয়া ইকোনমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিট এই বৎসর ১৭৩টি শহরের তালিকা তৈরি করিয়াছে। চলতি বৎসরের সেরা ১০টি শহরের মধ্যে রহিয়াছে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা, ডেনমার্কের কোপেনহেগেন, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ও সিডনি, কানাডার ভ্যাংকুভার, সুইজারল্যান্ডের জুরিখ, কানাডার ক্যালগরি, সুইজারল্যান্ডের জেনেভা, কানাডার টরন্টো, জাপানের ওসাকা এবং নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড। আমাদের রাজধানী ঢাকাকে বলা হইয়াছে বসবাস অনুপযুক্ততার দিক হইতে সাত নম্বর।

ঢাকার স্কোর ১০০-এর মধ্যে ৪৩ দশমিক ৮, অন্যদিকে ভিয়েনার স্কোর ৯৮ দশমিক ৪। ডিসটিংশন কিংবা লেটার মার্কস তো দূরের কথা, ফার্স্ট ডিভিশন এমনকি সেকেন্ড ডিভিশনের ধারেকাছেও আমরা নাই। তৃতীয় বিশ্বের দেশ বলিয়া কি চিরকাল আমাদের থার্ড ডিভিশনে পাশ করিতে হইবে। দেশ স্বাধীন হইবার ৫০ বৎসর পরও আমরা বসবাস উপযুক্ততার নিরিখে যেই তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই থাকিব? নিশ্চয়ই আমরা বলিব, অবকাঠামোর দিক হইতে আমরা অনেক আগাইয়াছি; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল—অবকাঠামোতেই ঢাকা শহর ১০০ মার্কের মধ্যে মাত্র ২৬ দশমিক ৮ পাইয়াছে। অকৃতকার্য নম্বর। স্বাস্থ্যে পাইয়াছে ৪১ দশমিক ৭ এবং সংস্কৃতি ও পরিবেশে পাইয়াছে মাত্র ৪০ দশমিক ৫। শিক্ষায় কিছুটা ভালো মার্কস পাইয়াছে বটে; কিন্তু অবস্থাটা হইয়াছে একটি বিড়ালের মৃত্যুর ঘটনার মতো। একটি বিড়ালের চোখ দুইটি ছিল খুব সুন্দর। হঠাৎ একদিন ঠিক কপালের মধ্যখানে গুলি লাগিয়া বিড়ালটি মারা যায়। সকলেই আহা-উহু করিতেছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—যাহা হউক অল্পের জন্য চোখটি রক্ষা পাইয়াছে!

সুতরাং স্থিতিশীলতা, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসেবাসহ সার্বিকভাবে বাকি বিশ্বের তুলনায় আমরা কোথায় রহিয়াছি—তাহা এই সকল ইনডেক্স আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়। আমাদের শুধু সান্ত্বনা আছে যে, বসবাসের জন্য সবচাইতে অনুপযুক্ত শহরের তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার আরো একটি শহরের নাম রহিয়াছে। সেই শহরটির নাম করাচি, পাকিস্তানের সাবেক রাজধানী। করাচি রহিয়াছে পাঁচ নম্বরে; কিন্তু আমরা খারাপ ছাত্রের সহিত নিজেদের তুলনায় কেন যাইব? একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, 'কোনো স্থানই সর্বদা ভারসাম্যপূর্ণ হয় না; কিন্তু আমাদের বুঝিতে হইবে কোন বিষয়গুলি অগ্রাধিকার দিতে হইবে।' এই পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকান লেখক-পরিচালক স্কট ক্যান বলিয়াছেন—'আপনি যখন আপনার অগ্রাধিকারগুলি বুঝিতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করেন, তখন ভালো জিনিসগুলি ঘটিতে থাকে।' ইহার বিপরীতে বলা যায়, আমরা যদি বুঝিতে না পারি কোনটা অগ্রাধিকার দিতে হইবে, তাহা হইলে একের পর এক খারাপ ঘটনাই ঘটিবে।

মনে রাখিতে হইবে, জগতে কোনো কিছুই একা-একা নিপুণভাবে পরিচালিত করা যায় না। ইহার জন্য প্রয়োজন সঠিক যথাযথ ও বিশ্বস্ত করিৎকর্মা ব্যক্তিবর্গ; কিন্তু করিৎকর্মা ব্যক্তিবর্গের জায়গায় যদি কিছু আগাছা চলিয়া আসে, তাহা হইলে তাহা তলে তলে ভয়ংকর ক্ষতিসাধন করিতে থাকে। আগাছার ক্ষতিকর দিকটি একটু খেয়াল করিলে দেখা যাইবে, উহারা যাহার রস-পুষ্টির উপর ভাগ বসাইয়া ঝাড়েবংশে বাড়িয়া উঠে, শেষাবধি তাহারা সেই মূল গাছটিকেই চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া ফেলে। নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ফেলে। সুতরাং বসবাস অনুপযুক্ততার দিক হইতে সাত নম্বরে থাকা আমাদের এই প্রিয় শহরটি শুধু নহে, সমগ্র দেশেরই সার্বিক স্থিতিশীলতা, সংস্কৃতি ও পরিবেশের মান উপযুক্ত করিতে হইলে সঠিক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার জন্য সঠিক লোক দরকার। যাহার যাহা কাজ তাহাকে দিয়াই সেই উপযুক্ত কাজটি করানো প্রয়োজন। নচেৎ যাহা হইবার তাহাই হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ
www.brta.gov.bd

P-1
Ittefaq
30/08/2023

গণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) কর্তৃক প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিষয়ে আগামী ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.০০ টায় বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো-২ সার্কেল, ইকুরিয়া, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা কার্যালয় প্রাঙ্গণে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজিত গণশুনানীতে আগ্রহী সেবাপ্রার্থী/ব্যক্তিকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

গণশুনানী বিষয়ে কোন অভিযোগ/পরামর্শ থাকলে তা denf@brta.gov.bd ই-মেইলে প্রেরণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য জনাব মোঃ সানাউল হক, উপ-পরিচালক (ইঞ্জি:), বিআরটিএ, ঢাকা মেট্রো-২ সার্কেল, ইকুরিয়া, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা, মোবাইল নম্বর ০১৭১২২৩৫৫০৬ এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নুর মোহাম্মদ মজুমদার
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

Government of the People's Republic of Bangladesh

Office of the Director General
Department of Bangladesh Haor and Wetlands Development
Ministry of Water Resources
72 Green Road, Dhaka
www.dbhwd.gov.bd

P-4
Ittefaq
31 August, 2023

Request for Expression of Interest (EoI)

1	Ministry/Division	Ministry of Water Resources
2	Agency	Department of Bangladesh Haor and Wetlands Development (DBHWD)
3	Procuring Entity	Project Director, Department of Bangladesh Haor and Wetlands Development (DBHWD)
4	Procuring Entity Code	Not Used at Present
5	Procuring Entity District	Dhaka
6	Expression of Interest for Selection of	Consulting Firms for Comprehensive Study for Evaluation and Updating of Haor Master Plan
7	Invitation Reference No.	42.04.0000.001.99.008.23-353
8	Date	30/08/2023
9	Procurement Method	Quality and Cost Based Selection (QCBS)
10	Budget and Source of Funds	Development Budget (GoB)
11	Development Partners (if applicable)	Not Applicable
12	Project/Program Name (if applicable)	Comprehensive Study for Evaluation and Updating of Haor Master Plan
13	EoI Closing Date and Time	17/09/2023, 1.00 PM
14	EoI Opening Date and Time	17/09/2023, 3:00 PM
15	Brief Description of the Assignment	The overall objective of the study will be to review the existing master plan, impact of completed and ongoing projects under the Master Plan and subsequently update it in the light of the strategic Bangladesh Delta Plan 2100 and as well as Perspective Plan 2041 and SDG 2030 considering climate change, disaster management and policy directives. The specific objectives are to: ✓ Review ongoing and completed projects under Haor Master Plan (HMP). ✓ Historical simulation of integrated mathematical model for impact assessment of implemented and proposed interventions on land, water and environment. ✓ Assess project wise economic, social and environmental impact of completed projects under HMP ✓ Identify the gaps of the HMP and other sectoral plans. ✓ Prepare the strategies for balancing between development potential and conservation and restoration of haor ecosystem. ✓ Identify and update the development area along with new intervention considering the nature-based solution in HMP. ✓ Update HMP considering other strategic plans & other related acts, rules and policies and ✓ Develop integrated strategic action plan and investment plan for short, mid and long-term following the green growth strategies.
16	Experience, Resources and Delivery capacity Required of the Firm	i. Consulting firm must have overall 15 years of proven experience in the field of water resources planning and management and mathematical modelling in haor areas of Bangladesh. ii. Consulting firm should have experience to prepare at least 2 (two) master plans. iii. Details of experience, resources and delivery capacity are furnished in the Terms of References (ToR). The aforesaid EoI notice and ToR would be available at Department's website: www.dbhwd.gov.bd and CPTU website: www.cptu.gov.bd.
17	Other Details (if applicable)	• Interested Firms are requested to submit their EoI in 4 (Four) sets, (One Original+ Three Duplicate) into the address of the undersigned and clearly marked "Request for Expression of Interest" for "Comprehensive Study for Evaluation and Updating of Haor Master Plan" on or before the specified date and time. • Upon receipt of the EoI proposals, the interested firms that are deemed best suited to perform the assignment will be shortlisted. Thereafter Requested for Proposal (RFP) document will be sent to the short-listed firms.
18	Association of Foreign Firms	Discouraged
PROCURING ENTITY DETAILS		
19	Name of Official Inviting EoI	Muhammad Amimul Ahsan
20	Designation of Official Inviting EoI	Project Director
21	Adress of Official Inviting EoI	Department of Bangladesh Haor and Wetlands Development (DBHWD), 72 Green Road, Dhaka.
22	Contact Details of Official Inviting EoI	Phone: 01777631732, E-mail: amimcupid@gmail.com

The procuring entity reserves the right to accept or rejects all EoIs

30.08.2023
(Muhammad Amimul Ahsan)
Project Director
Comprehensive Study for Evaluation and Updating of Haor Master Plan

স-১৮২৮ (১০×৪)

টেকসই নগরায়ণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চ্যালেঞ্জ

P-8, Ittefaq
8 Sept. 2023

ড. এ কে এম মাহমুদুল হক

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১১তম অভীষ্টে টেকসই নগর ও জনপদের কথা উল্লিখিত আছে। আর জাতিসংঘভুক্ত দেশ হওয়ার সুবাদে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। ভারসাম্যপূর্ণ ও ভালোভাবে বসবাসের জন্য নিরাপদ ও টেকসই নগরের গুরুত্ব অপরিসীম। সময়ে সময়ে পরিবর্তিত পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সভ্যতায়ও ক্রমান্বয়ে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, যার প্রভাব আমাদের আবাসনেও পড়তে আরম্ভ করেছে।

একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ আবাসস্থল নির্মাণ করা বর্তমানে অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পেছনে সীমিত জায়গা, আর্থিক টানাপড়েন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি থেকে শুরু করে সর্বিক জীবনযাত্রার খরচের ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা নিয়ামক হিসেবে ক্রিয়াশীল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তত আমাদের নির্মীয়মাণ নগর ও জনপদ যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনামাফিক উপায়ে গড়ে তোলা যায়, তাহলে সেটি টেকসই আবাসন হিসেবে আমাদের জন্য বড় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

টেকসই উন্নয়নের স্বার্থেই টেকসই নগর-শহর ও জনপদ গড়ে তোলা দরকার। টেকসই নগরায়ণ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো—সবার জন্য নিরাপদ ও মূল্যসাশ্রয়ী গৃহায়ণ, মৌলিক সেবায় পর্যাপ্ত প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা এবং বস্তিগুলোর মানোন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। নগর ও জনবসতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে চারটি বিষয়কে ভিত্তি করে অগ্রসর হতে হয় সেগুলো হলো—অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত-সহনশীল ও টেকসই। সুপেয় পানি, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, রাস্তাঘাট ও স্বাস্থ্যসেবাসহ অন্যান্য জনকল্যাণমূলক যাবতীয় বিষয় এর আওতাধীন।

সারা বিশ্বে উন্নয়নের ৮০ ভাগ জোগান দেয় শহর। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও শহরের ভূমিকা অনুরূপ বই ভিন্ন নয়। বাংলাদেশের জিডিপির ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ আসে শহরাঞ্চল থেকে। এটি একটি ক্রমবর্ধমান বাস্তবতা। অচিরেই সেটি ৮০ শতাংশে উন্নীত হওয়ার আশা করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে এর পাশাপাশি নেতিবাচক দিকও রয়েছে। পুরো বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ হলো কার্বন নিঃসারণ। আর এই নগরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানাগুলো থেকেই ৭০ শতাংশ কার্বন নিঃসারণ হয়। কাজেই শহর একদিকে সমস্যাসংকুল এবং সেই সঙ্গে সম্ভাবনারও বটে।

২০১৬ সালে দেখা গেছে, মোট ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন জনগোষ্ঠী নগরাঞ্চলে বাস করছে, যা মোট বৈশ্বিক জনসংখ্যার ৫০ দশমিক ৫ শতাংশ। জনসংখ্যা বিশারদদের মতে, ২০৩০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই বিভিন্ন বড় বড় নগর ও শহরে বসবাস করতে শুরু করবে। আর এর মধ্য দিয়ে গোটা বিশ্ব বা মানবগোষ্ঠী নগরায়িত হয়ে উঠবে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিবেশ, অর্থনীতি এবং সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নগরায়ণ থেকে আকর্ষণীয় বা প্রভাবক হিসেবে আর কোনো প্রশ্ন লক্ষ করা যায় না। দ্রুত নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট নব্য নগর জীবনব্যবস্থা এবং বৈচিত্র্য শুধু নতুন ধরনের

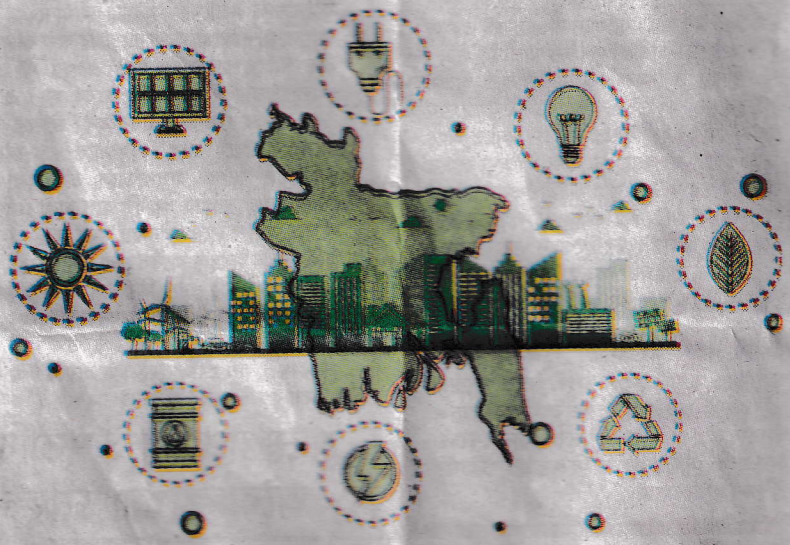

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়মনীতি ও সামগ্রিক ক্রমোচ্চতাকেই তৈরি করে না; বরং তা সামগ্রিক পরিবেশ, বিশেষ করে স্বাস্থ্যগত পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করে থাকে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১১-এর খ-এ স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে টেকসই ও অভিঘাত সহনশীল ভবন নির্মাণে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিতে বলা হয়েছে। তাই এই কথা জোর দিয়ে দিয়ে বলতে চাই যে, যেসব ভবন-স্থাপনা এবং উড়ালসড়ক নির্মিত হচ্ছে, সেগুলো অনেক বেশি সহিষ্ণু হওয়া জরুরি। আর স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করা হলে প্রায় ২০ থেকে ৩০ শতাংশ খরচ কমানো সম্ভব। এজন্য পরিকল্পনাবিদ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টিকেও গুরুত্বারোপ করতে পারে।

অতি সম্প্রতি ইনস্টিটিউট ফর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইপিডি) পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে যে, ঢাকার দুইটি সিটি করপোরেশনে মোট ওয়ার্ড রয়েছে ১২৯টি। এর মধ্যে ৪১টি ওয়ার্ডে কোনো খেলার মাঠ নেই। জরিপে আরো বলা হয়, রাজধানীতে হাতে গোনা যে কয়টি মাঠ রয়েছে, তার বেশির ভাগই উন্নত এলাকায়। আর যেসব এলাকায় মাঠ রয়েছে, সেগুলোও শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি, জনপ্রতিনিধি, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নিরাপত্তার অভাব, পর্যাপ্ত সুবিধা ও পরিষেবার অভাবে নারী ও শিশুদের অধিকাংশ প্রবেশ করতে পারে না। সমীক্ষায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে—নগর পরিকল্পনার মানদণ্ড অনুযায়ী, ঢাকা মহানগরে ৭৯৫টি, চট্টগ্রামে ৫৪১টি, রাজশাহীতে ৩৭টি, খুলনায় ৬৫টি, সিলেটে ৪০টি ও বরিশাল নগরে ৪৫টি খেলার মাঠের ঘাটতি আছে। এতে এসব নগর এলাকার শিশু-কিশোর খেলাধুলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে স্বাভাবিক বিকাশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা ও অগ্নিকাণ্ডের মতো অনভিপ্রেত দুর্যোগসমূহই নগরাঞ্চলের জন্য সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের। নগরাঞ্চলে ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় সড়কপথ, রেলপথ ও পাইপলাইন ভেঙে গিয়ে যাতায়াতব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। টেলিফোন লাইন, বড় বড় কালভার্ট, সেতু ও ভূপৃষ্ঠস্থিত বড় বড় বাঁধ ভূমিকম্পের দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সুদূরপ্রসারী বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। অধিকন্তু সাম্প্রতিক সময়ে জলাবদ্ধতা দেশের কয়েকটি নগর এলাকাকে চরম ভোগান্তির মুখে ফেলেছে। সামান্য বৃষ্টির পানিতেই নগরীর রাস্তাঘাটগুলো পানিতে প্লাবিত হয়ে যায়। সবশেষ উদাহরণ হিসেবে আমরা চট্টগ্রাম নগরীর কথা বলতে পারি, যেখানে ঢাকনাবিহীন নালা খালে পড়ে নিয়মিত মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। গত দেড় মাসে শহরের বিভিন্ন এলাকা অন্তত আট বার পানিতে ডুবেছে। বৃষ্টি হলেই সেসব জায়গায় হাঁটুসমান পানি জমা হয়। পর্যাপ্ত স্ল্যাব না থাকায় নগরবাসীকে ঝুঁকি নিয়েই তখন চলাচল করতে হয়।

টেকসই নগরায়ণের আরেকটি অন্তরায় হলো অগ্নিকাণ্ড। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের তুলনায় নগরাঞ্চলের জনবসতির ঘনত্ব তুলনামূলক বেশি। ঢাকা শহরে রাসায়নিক গুদাম রয়েছে প্রায় ২৫ হাজার। এর মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। এসবের মাত্র ২ শতাংশ সিটি করপোরেশনের অনুমতি নিয়েছে। তাছাড়া প্রায় ৬০ শতাংশ ভবনে অগ্নিদুর্ঘটনার সময় জরুরি বহির্গমন ব্যবস্থা খুবই অপর্যাপ্ত।

সম্প্রতি, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এর একটি গবেষণা থেকে জানা যায় যে, শহরাঞ্চলে অধিকাংশ অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে বৈদ্যুতিক ত্রুটি দায়ী। তাছাড়া ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার বা ওভারলোডিং, ত্রুটিপূর্ণ লাইন, নিম্নমানের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার, নিয়মিত বাসাবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের লাইন ও যন্ত্রপাতি চেকআপ না করা এবং ভাড়ার সার্ভিসের ইকুইপমেন্ট সরবরাহ না করা প্রভৃতি অগ্নিদুর্ঘটনার সূত্রপাত ঘটায়।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্তে জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সমন্বয়সাধনের মধ্য দিয়ে টেকসই নগরায়ণ বাস্তবায়ন করা উচিত। কেননা সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ও প্যারিস চুক্তির আলোকে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা দরকার। সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ, দপ্তরসমূহ ও সরকারি মন্ত্রণালয়গুলোকে সমন্বয়সাধন করে কাজ করা উচিত।

দেশের প্রায় সব নগরাঞ্চলে স্থাপিত গার্মেন্টস, বিভিন্ন শিল্পকারখানা, মিল ফ্যাক্টরি প্রভৃতি নগর এলাকার বাইরে অনাবাদি জায়গা বরাদ্দ নিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে প্রতিস্থাপন করা উচিত। ফলে, জনস্বাস্থ্যের জন্য তীব্র হুমকিস্বরূপ যে কার্বনের নিঃসারণ হয়, সেটি হ্রাস পেয়ে বায়ু ও শব্দদূষণের মতো মারাত্মক বিপর্যয় থেকে নগরাঞ্চলের নিরাপত্তা বিধান সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে কর্মসংস্থানের জন্য গ্রামাঞ্চল থেকে নগর এলাকার দিকে ধেয়ে আসা জনস্রোতও ক্রমে হ্রাস পাবে। বস্তিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীও আস্তে আস্তে জীবনমান উন্নয়নের সুযোগ লাভ করবে।

● লেখক : অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সিলেটে এক মাসে তিন বার ভূমিকম্প, আতঙ্ক বাড়ছে

P-14, Ittefaq 16/09/2023

■ হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস

সিলেটে ইদানীং ভূমিকম্পের মাত্রা বেড়ে গেছে। বারবার ভূমিকম্পের ফলে সিলেটবাসী বেশ আতঙ্কগ্রস্ত। মরোক্কোর ভূমিকম্পের বিষয়টিও সিলেটবাসীকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। গত ১৪ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক মাসে সিলেটে তিন বার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, কোনো অঞ্চলে বড় ভূমিকম্পের আগে ছোট ছোট ভূমিকম্প ঘটে থাকে। সীমান্তবর্তী এলাকা সিলেট বিভাগ তীব্র ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে।

সিলেটে যে কোনো সময় বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা বেশ আগে থেকেই। সিলেটের কানাইঘাট ও ভারতের মেঘালয় মিলে তৈরি ডাউকি ফল্ট বা ডাউকি চ্যুতি। আর এই ডাউকি ফল্ট-ই সিলেটের জন্য আতঙ্ক। কারণ, সেখানে ভূমিকম্প বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঘনঘন সচেতনতামূলক কর্মসূচি প্রয়োজন।

সর্বশেষ গত ৯ সেপ্টেম্বর শনিবার বিকালের ভূমিকম্পটি ছিল ৪ দশমিক ৪ মাত্রার। এর উৎপত্তিস্থল ছিল সিলেট লাগোয়া ভারতের আসামে। এতে সিলেটে কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও লোকজন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বাসাবাড়ি বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসে মানুষ। এর আগে ২৯ আগস্ট দুপুর ১টা ১৩ মিনিটে ৩ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। এটি ছিল মৃদু ভূমিকম্প। তার আগে ১৪ আগস্ট রাতে যে ভূমিকম্প হয়, সেটিরও উৎপত্তিস্থল সিলেটের কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ সীমান্ত এলাকায় ছিল।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মতে, সবচেয়ে তীব্র ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা ও সিলেটের জৈন্তাপুর এলাকা। এই অবস্থায় বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিলেটসহ সারা দেশে সচেতনতামূলক প্রস্তুতি বাড়াতে হবে এবং ভবনগুলোকে ভূমিকম্পন সহনশীলভাবে তৈরি করতে হবে।

৭ মাত্রায় ভূমিকম্প হলে ৮০ শতাংশ ভবন ভেঙে পড়বে : ২০২১ সালে নগরের বন্দরবাজার ও জিন্দাবাজার এলাকার কিছু ভবন পরীক্ষা করানো হয়। এই বিশেষজ্ঞ দলের সদস্য শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ও পুরপ্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. জহির বিন আলম বলেন, সিলেটের ভবনগুলো গড়ে উঠেছে অপরিকল্পিতভাবে। ৭৪ দশমিক ৪ শতাংশ ভবনই ভূমিকম্পের কথা চিন্তা না করে তৈরি করা হয়। ফলে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হলেই ৮০ শতাংশ বহুতল ভবন ভেঙে পড়তে পারে। তাছাড়া নগরের ভবনগুলো পরীক্ষা করাতে কয়েক কোটি টাকা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সিলেট সিটি করপোরেশন জানায়, নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষার ফি দেওয়ার কথা ভবনের মালিকদের। কিন্তু মালিকরা তা দিতে অপারগ। কিন্তু সিসিকের নিকট পর্যাপ্ত তহবিল নেই।

P-6 Ittefaq 17 Sep. 2023

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
www.rhd.gov.bd

গণবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ) কর্তৃক প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিষয়ে আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে (৬ষ্ঠ তলা, ব্লক-এ) একটি গণশুনানী অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত গণশুনানীতে অংশগ্রহণে আগ্রহী সেবাপ্রার্থী/ব্যক্তিকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

গণশুনানী বিষয়ে কোন অভিযোগ/পরামর্শ থাকলে তা eeed@rhd.gov.bd ই-মেইলে প্রেরণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য জনাব মোহাম্মদ মাহবুব আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, তদন্ত বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (মোবাইল ফোন নম্বর-০১৭৩০৭৮২৫০৭) এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সৈয়দ মঈনুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

...হবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।
...hoo.com, সার্কুলেশন ফোন : ৫৫০১২০২৭ | www.ittefaq.com.bd, e-mail: ittefaqpressrelease@gmail.com

বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে দেশ

৯ দিনে তিন বার ভূমিকম্প, প্রতিটিরই উৎপত্তিস্থল দেশের অভ্যন্তরে বা আশপাশে

P-1,15 / Prothom Alo / 18 Sept. 2023

■ আনোয়ার আলদীন

বাংলাদেশ ক্রমশ ভূমিকম্পপ্রবণ হয়ে উঠছে। মাঝেমধ্যেই ছোট ও মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠছে দেশ। এসব ভূমিকম্প তেমন ক্ষয়ক্ষতি না হলেও বড় মাত্রার ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। সাম্প্রতিক কালে বড় মাত্রার ভূমিকম্প না হলেও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু ভূমিকম্পের তেমন কোনো পূর্বাভাসের ব্যবস্থা নেই। গত ৯ দিনে তিন বার আর পাঁচ মাসে সাত বার ছোট থেকে মাঝারি আকারের যে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে, তার মধ্যে প্রায় প্রতিটিরই উৎপত্তিস্থল ছিল দেশের সীমানার ভেতর বা আশপাশে। ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বার্মিজ প্লেট ও ইন্ডিয়ান প্লেটের পরস্পরমুখী গতির কারণেই ঘন ঘন এ ধরনের ভূমিকম্প হচ্ছে। এ দুটি প্লেটের সংযোগস্থলে প্রচুর পরিমাণে শক্তি জমে রয়েছে, যেগুলো বের হয়ে আসার পথ খুঁজছে। আগে হোক বা পরে, এই শক্তি বেরিয়ে আসবেই। আর সেটাই জানান দিচ্ছে এই ছোট ভূমিকম্পগুলো। এ ধরনের ছোট ছোট ভূমিকম্প বড় আকারের ভূমিকম্পের পূর্বাভাস। পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

P-1,15, Prothom Alo, 18 Sept. 2023

ভূমিকম্পের বড় ঝুঁকিতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভূমিকম্পের এমন ঝুঁকি থাকলেও মোকাবিলার প্রস্তুতি অনেকটাই কম। বহু পুরোনো ভবন, অপরিকল্পিত ভবন নির্মাণ, ভবন নির্মাণে বিল্ডিং কোড অনুসরণ না করা ভূমিকম্প ঝুঁকি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সঠিক সময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে দেশকে বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হবে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মেহেদী আহমেদ আনসারী বলেন, ছোট ও মাঝারি ভূকম্পনে বড় শক্তি বের হওয়ার একটা প্রবণতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তার মানে, যে কোনো সময় একটি বড় ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে। তবে এই বড় ভূমিকম্প কবে হবে, সেটা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলেন, 'ছোট ছোট ভূমিকম্প হওয়া একটি বড় ভূমিকম্প সৃষ্টির লক্ষণ। আমাদের জরুরি ভিত্তিতে সিলেটসহ দেশের প্রধান শহরগুলোতে ভূমিকম্পের সময়ে কী করতে হবে, তার মহড়া দেওয়া শুরু করতে হবে। ভূমিকম্প মোকাবিলার প্রস্তুতি ও মহড়াকে নিয়মিত চর্চার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

উল্লেখ্য, গতকাল রবিবার দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটে ঢাকা ও এর উত্তরের কয়েকটি জেলায় হালকা ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ২, যা মাত্রা অনুযায়ী হালকা ভূমিকম্প হিসেবে ধরা হয়। এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে ৫৯ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে টাঙ্গাইলে। এ নিয়ে গত ৯ দিনে তিন বার দেশে ভূমিকম্প অনুভূত হলো। এর আগে গত ১১ সেপ্টেম্বর সিলেট এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়, যার উৎপত্তিস্থল ছিল ভারত-মিয়ানমার সীমান্ত। তার আগে ৯ সেপ্টেম্বর আরেকটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়। তার উৎপত্তিস্থল ছিল ভারতের আসামের কাছাড় এলাকা। গত আগস্ট মাসে দুই দফায় বাংলাদেশে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর মধ্যে একটি হয় ২৯ আগস্ট। এর উৎপত্তিস্থল ছিল সিলেট। এর আগে ১৪ আগস্ট আরেক বার ভূমিকম্প হয়। এর কেন্দ্রস্থল ছিল সিলেটের কানাইঘাট এলাকায়। তার আগে গত ১৪ আগস্ট রাত ৮টা ৪৯ মিনিটের দিকে একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ঐ ভূমিকম্পে রাজধানীসহ দেশের বেশির ভাগ এলাকা কেঁপে ওঠে। মাত্রা রিখটার স্কেলে ছিল ৫ দশমিক ৫, যা মাঝারি মাত্রার একটি ভূমিকম্প। আর এর উৎপত্তিস্থল ছিল বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের সিলেটের কানাইঘাট এলাকায়। গভীরতা ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার। গত ১৬ জুন রাজধানীসহ সারা দেশে ৪ দশমিক ৫ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্প হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল সিলেটের গোলাপগঞ্জ। চলতি বছরের ৫ মে আরেকটি ভূমিকম্প হয়েছে ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায়। এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৩। উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার কাছে বিক্রমপুরের দোহার থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। এটিরও গভীরতা ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার। জাতিসংঘ বলছে, পৃথিবীর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ২০টি শহরের মধ্যে ঢাকা একটি। এছাড়া বাংলাদেশ পৃথিবীর ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত বিধায় প্রাচীনকাল থেকে এ দেশে মাঝে মধ্যে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। উপরন্তু হিমালয় রেঞ্জ হচ্ছে এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল। যদিও সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের জনগণ শক্তিশালী ভূমিকম্পের মুখোমুখি হয়নি। গবেষকরা বলছেন, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। ইন্ডিয়ান, ইউরোপিয়ান এবং বার্মিজ—এ তিনটি গতিশীল প্লেটের সংযোগস্থলে বাংলাদেশের অবস্থান। আর এগুলোর মধ্যে সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্তের ভূঅভ্যন্তরে যে শক্তি সঞ্চিত হয়েছে তা বড় মাত্রার ভূমিকম্পের কারণ হতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশে ভূমিকম্পের সাম্প্রতিক আচরণ পর্যবেক্ষণ করে গবেষকরা দেখেছেন, দেশে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প বেশি হচ্ছে। গত কয়েক বছরে মানিকগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, চট্টগ্রাম, মহেশখালী, রাঙ্গামাটিসহ বেশ কয়েকটি স্থানে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে। এসব লক্ষণ দেখে ভবিষ্যতে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। জাতীয় দুর্যোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, পার্বত্য সীমান্ত আর সিলেট অঞ্চলের ভূ-অভ্যন্তরে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প সৃষ্টির মতো শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে। যেখানে ভূমিকম্প হলে সিলেট, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহসহ জনবহুল শহরগুলোতে বড় বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। বাংলাদেশ ৮ দশমিক ৩ থেকে ৮ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। অধ্যাপক ড. মাকসুদ কামাল বলেন, ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি রোধে গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে বিল্ডিং কোড অনুসরণ করতে হবে। ভূমিকম্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি প্রশমনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ঢাকা শহরে ৭ মাত্রার বেশি ভূমিকম্প হলে ৭২ হাজার ভবন তাৎক্ষণিকভাবে ধসে পড়বে। এতে ব্যাপক প্রাণহানি ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ক্লাইমেন্ট রেজিলিয়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চলে রয়েছে। অতীতে বড় ধরনের ভূমিকম্প বাংলাদেশ ও আশপাশে হয়েছে। তাই ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে। এটা কিন্তু হবে। বাংলাদেশের আশপাশে ভূমিকম্পের ইপি সেন্টার বা কেন্দ্র আছে। এ কারণে ৭ মাত্রার বেশি ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে আছে বাংলাদেশ। তবে এটা কবে হবে, সেটা বলা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ৭ মাত্রার মতো বড় ভূমিকম্প হয়েছে মানিকগঞ্জে ১৮৮৫ সালে। এটার নাম ছিল বেঙ্গল আর্থকোয়াক। আরেকটা হয়েছে শ্রীমঙ্গলে ১৯১৮ সালে, এটার নাম শ্রীমঙ্গল আর্থকোয়াক। শ্রীমঙ্গল আর্থকোয়াকের উৎপত্তিস্থলের আশপাশে বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ১৮৮৫ সালের ভূমিকম্পে টাঙ্গাইল, শেরপুর, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ শহরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তবে ঐ ভূমিকম্পে ঢাকা শহরের তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।